ত্রৈমাসিক

টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.btrc.gov.bd

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]

পৃষ্ঠা-০৫
নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ক কর্মশালা

পৃষ্ঠা-০৬
তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

পৃষ্ঠা-০৫
ঘূর্ণিঝড় মোখায় গৃহীত পদক্ষেপ

পৃষ্ঠা-০২
স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক কলাম

জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থবহ কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণে কর্মশালা

জাতীয় ব্রডব্যান্ড পলিসিতে নারী, প্রতিবন্ধী, যুব (Youth), বাস্তুচ্যুত এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থবহ কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ১৫ জুন, ২০২৩ এ বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উপস্থিতিতে পরামর্শভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

ফাইভজি ইন্টারনেট সেবা চালু হলে মোবাইল ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মধ্যে পার্থক্য কমে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যায় মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও 'এক দেশ এক রেট' ব্যবস্থা চালু করা হবে। তিনি আরো বলেন সমাজের অনগ্রসর নারী, প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে সুলভে ডিভাইস ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণসহ নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতে সম্মিলিতিভাবে কাজ করতে হবে। (বাকী অংশ: পৃষ্ঠা-০৩)

মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশনে ভয়ের কিছু নেই

"মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশনে কাল্পনিক ভীতি" শিরোনামে মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইন এ গত ২০ মে ২০২৩ এ একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার। এছাড়াও

উক্ত আলোচনায় অংশনেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবুল আলম এবং বিটিআরসির ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশন্স বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এহসানুল কবির। অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, মোবাইল টাওয়ার নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। (বাকী অংশ: পৃষ্ঠা-০৫)

কোয়ালিটি অব সার্ভিস সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মোবাইল অপারেটরদের মানসম্মত নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের জন্য বিটিআরসি হতে বিভিন্ন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেসকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অর্জনের পথে অন্তরায় ও

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক একটি প্রেজেন্টেশন গত ০৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ-এ এমটবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ।

মোবাইল অপারেটরসমূহের প্যাকেজ এবং ডাটার মূল্য বিষয়ে গ্রাহকদের সাথে বিটিআরসির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ মে ২০২৩ তারিখে মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহের প্যাকেজ এবং ডাটার মূল্য নিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর প্রধান সম্মেলন কক্ষে অনলাইন এবং অফলাইন মিশ্র পদ্ধতিতে গ্রাহকের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ। সভায় টেলিকম সেবা গ্রহীতা, সকল মোবাইল অপারেটরের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং টেলিকম বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিটিআরসির সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নাসিম পারভেজ (বাকী অংশ: পৃষ্ঠা -০৪)

প্রধান উপদেষ্টার কথা

২০০৮ সালে গৃহীত ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প এর সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০৪১ সাল নাগাদ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। ভবিষ্যত স্মার্ট বাংলাদেশ হবে প্রযুক্তি নির্ভর, সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনীর বাংলাদেশ। নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিনিয়ত সংযোজিত হচ্ছে আধুনিক ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি। গ্রাহকের জন্য মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও বিনিয়োগবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিতে পলিসি গ্রহণসহ টেলিযোগাযোগ খাতের আধুনিকায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বিটিআরসি। বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) এ বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, কর্মসূচি, অর্জন, সফলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বলিত "ত্রৈমাসিক টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা" প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। টেলিযোগাযোগ খাতের মূল্যবান তথ্যসম্বলিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশনায় যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একই সাথে আমি আশা করি, কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

জয় বাংলা।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বিটিআরসি।

প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। www.btrc.gov.bd [হেল্পলাইন-১০০]

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(এপ্রিল-জুন, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]

ত্রৈমাসিক
টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

সম্পাদকীয়

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম উপাদান হলো ডিজিটাল কানেক্টিভিটি

ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়ায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রার আধুনিক ভাবনা। যার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং তারই সুযোগ্য পুত্র ও আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের পরামর্শে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য ৪টি ভিত্তি যেমন- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে অন্যতম ভূমিকা রেখে চলছে।

গুগল, ফেসবুক, টিকটকসহ বৈশ্বিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সাথে ক্রমাগত আলোচনা ও ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন, মানসম্মত গ্রাহক সেবা ও সরকারি/বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে কোয়ালিটি অব সার্ভিস নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন অপারেটর ও লাইসেন্সিদের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, অনলাইন বেটিং সাইট বন্ধকরণ, অবৈধ টেলিযোগাযোগ আমদানি ও সরবরাহ রোধে অভিযান পরিচালনা, সাইবার নিরাপত্তা বজায় রাখতে কর্মশালা আয়োজন, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও দুর্যোগকালীন জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সিস্টেম স্থাপন, টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশন পর্যবেক্ষণ, তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা পরিমাপ ও তা নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স নবায়ন ও সরকারের পক্ষে রাজস্ব আহরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বিগত ত্রৈমাসিকে বিটিআরসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মহাসড়ক তৈরি হচ্ছে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর বহুমাত্রিক তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানের কল্যাণে দেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বিশ্বায়নের এ যুগে তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম হাতিয়ার। তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিস্তার এ খাতের গুরুত্বকে অধিক বৃদ্ধি করেছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে এক কাতারে শামিল করেছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর সুদৃঢ় ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতার দিকনির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে চলছে বিটিআরসি। বিটিআরসির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে দেশের প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী এবং ভৌগোলিক এলাকা মোবাইল ফোনের কভারেজের আওতায় এসেছে। বর্তমানে দেশে সাড়ে ১৮ কোটির অধিক মোবাইল সিম সংযোগ সক্রিয় রয়েছে। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৭৬ কোটিতে। সারাদেশে অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃত হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৪৮ কিলোমিটার। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ফোর জি নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে এবং সেবামূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। সারাদেশের জন্য ব্রডব্যান্ড সেবায় "এক দেশ এক রেট" চালু করা হয়েছে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, ব্যবসা-বাণিজ্য, তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ প্রতিটি খাতে অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

টেলিকম সেবার গুণগত মানোন্নয়নে গ্রাহকদের আরো উন্নত ও মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে ড্রাইভ টেস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং কোন অপারেটরের সেবার মানে ব্যত্যয় লক্ষ্য করা গেলে পরবর্তীতে আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি ও কাঠামোগত ব্যয় হ্রাসে ইতোমধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। যা বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। কয়েকটি জেলায় মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশন পরিমাপের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে যে পরিবীক্ষণ স্থান সমূহে EMF Radiation এর মান গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে অনেক কম রয়েছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন নন-আয়োনাইজিং রেডিয়েশন প্রোটেকশন এর মানদন্ড অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নেটওয়ার্ক এবং সেবার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ, গ্রাহকসেবার মান যাচাই, সরকারের অর্জিতব্য রাজস্ব একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যাচাইসহ সকল প্রয়োজনীয় সূচক সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ রেখে বিটিআরসি'তে একটি সমন্বিত 'টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম (টিএমএস)' এর কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগীতা এবং সর্বোপরি গ্রাহকস্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি সার্ভিস (এমএনপিএস) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যা বর্তমানে অপারেশনে রয়েছে। যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ তাদের পছন্দ মাফিক অপারেটরের সেবা নিতে সক্ষম হচ্ছে। বায়োমেট্রিক সিম নিবন্ধনের পাশাপাশি মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিটিআরসিতে NOC Automation and IMEI Database (NAID) সিস্টেমটি স্থাপন করার ফলে মোবাইল ব্যবহার করে অপরাধের মাত্রা অনেকাংশে কমেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা মোতাবেক দেশে ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে ফাইভ-জি চালু করা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬ (ষোল) টি প্রতিষ্ঠান সফলতার সাথে দেশে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন করে বাংলাদেশের বাজারে বাজারজাত করছে।

সাইবার নিরাপত্তা বিধানে কনটেন্ট, এ্যাপ্লিকেশনস ও ওয়েবসাইট/লিংক, ব্লগমনিটরিং জোরদারের পাশাপাশি আইন শৃংখলা বাহিনী, নিরাপত্তা সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত, কার্যকর ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রাহককেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা এবং অভিযোগ সহজ করতে চালু করা হয়েছে বিটিআরসির কল সেন্টার (শর্টকোড ১০০)। গ্রাহকের টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত অভিযোগ শোনার জন্য ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিত গনশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ৫৭তম স্যাটেলাইট এলিট ক্লাবের সদস্য হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ব্যান্ডউইডথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বঞ্চিত অঞ্চল যেমন পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। দেশের প্রায় সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যালাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ মডেল সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অন্যতম নেতৃস্থানীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বরাবরের মত বিটিআরসি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি বিটিআরসি ৭০ হাজার কোটি টাকার অধিক করবহির্ভূত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে। দেশীয় উন্নয়নে যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান অপরিসীম।

দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের সম্পদ হলো তরুণ জনশক্তি। বাংলাদেশের তরুণদের এগিয়ে থাকতে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), মেশিন লার্নিং, ব্লকচেইন, বিগ ডেটা, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এর মতো আধুনিক বিষয়গুলো শেখার ওপর নজর দিতে হবে। তাঁরা তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ হলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। এ খাতে দেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে।

আমি আশা করি, এ খাতের উন্নতির জন্য যার যার অবস্থান থেকে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন ও অবদান রাখবেন। প্রকাশিত এ ত্রৈমাসিক নিউজলেটারটি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইনের বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি গ্রাহক, নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, অপারেটর, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীসহ সর্বোস্তরের জনগণের টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তের চাহিদা যেমন মেটাবে তেমনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন। আর এক্ষেত্রে বিটিআরসি সর্বোচ্চ ঐকান্তিকতা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং সর্বোপরি জনস্বার্থ সমুন্নত রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ
ভাইস-চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি'র শ্রেষ্ঠ কর্মচারি (এপ্রিল-জুন, ২০২৩)

নাম : জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান
পদবী: অফিস সহকারী
বিভাগ : ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স

কমিশনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১১-১৬ তম এবং ১৭-২০ তম গ্রেডের কর্মচারিদের "ত্রৈমাসিক কর্মমূল্যায়ন" পর্যালোচনা সাপেক্ষে ০২ (দুই) জনকে সেরা কর্মচারি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগের অফিস সহকারী জনাব মোঃ মাহাবুবার রহমান কে (১১-১৬ তম গ্রেড) এবং সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের অফিস সহায়ক জনাব জান্নাতুল ইয়াসমিন কে (১৭-২০ তম গ্রেড) এপ্রিল-জুন, ২০২৩ এর সেরা কর্মচারি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

নাম : জনাব জান্নাতুল ইয়াসমিন
পদবী: অফিস সহায়ক
বিভাগ : সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(এপ্রিল-জুন, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]

প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ৩১ জানুয়ারি, ২০০২ তারিখে একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে ২০০৮ সাল থেকে বিটিআরসি'র দাপ্তরিক কার্যক্রম আইইবি ভবনে শুরু হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় বিটিআরসি ভবনের নির্মাণ কাজের সফল সমাপ্তির শেষে জুন' ২০২৩ মাসে বিটিআরসি'র কার্যক্রম আইইবি ভবন হতে আগারগাঁওয়ে নির্মিত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এবং মহা-পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে প্রশাসন বিভাগের সকল কর্মচারীগণের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বিটিআরসি'র অফিস স্থানান্তর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ স্থানান্তর কার্যক্রমটি বিটিআরসি'র জন্য একটি বড় ধরনের কর্মযজ্ঞ ছিল, যা সকলের ঐকান্তিক কর্মদক্ষতার ফলে সফল সমাপ্তি হয়েছে। আইইবি ভবন থেকে আগারগাঁওয়ে বিটিআরসি'র নির্মিত নতুন ভবনে যে সকল মালামাল স্থানান্তর করা হয়েছে তার একটি গ্রাফিক্যাল তথ্য তুলে ধরা হলো।

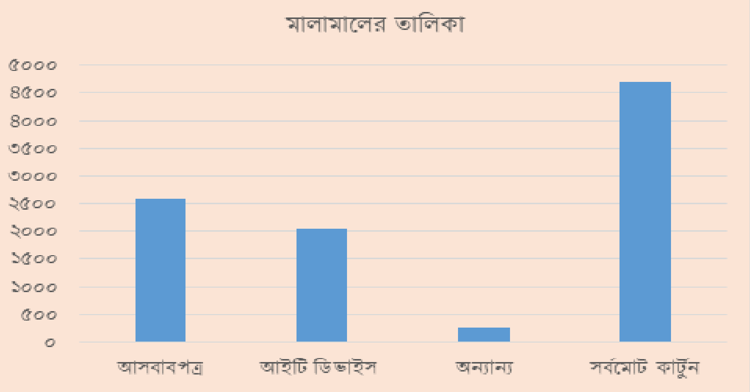

সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে রাষ্ট্রবিরোধী, জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ, পর্ণগ্রাফিক কনটেন্ট, অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা, ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানীমূলক এবং উগ্রবাদী কনটেন্টসহ বিভিন্নরকম আপত্তিকর কনটেন্ট নিয়মিত সনাক্তকরণ এবং অপসারণ/ব্লকের কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এসকল আপত্তিকর কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের প্ল্যাটফর্ম হতে দ্রুততার সাথে অপসারণের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে সমন্বয় সভা এবং জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবিকতায় ২০২৩ সালের ২য় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটক, টুইটার ও ফেসবুক এর সাথে সমন্বয় সভা এবং জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সাথে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন

টিকটকঃ গত ৩০ মে, ২০২৩ তারিখে মহাপরিচালক (এসএস) মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও টিকটকের দক্ষিণ এশিয়ার পাবলিক পলিসি বিষয়ক লিড এর সাথে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় টিকটকের প্ল্যাটফর্ম হতে আপত্তিকর কনটেন্ট অপসারণ, একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া আইন-প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ও টিকটক এর সাথে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিত্রঃ বিটিআরসি ও টিকটকের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভা

টুইটারঃ গত ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম প্ল্যাটফর্মে বিটিআরসি'র মহাপরিচালক (এসএস) মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও Twitter এর Global Government Affairs প্রতিনিধি'র মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহাপরিচালক মহোদয় সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছড়ানো বিভিন্ন ধরণের গুজব সংক্রান্ত কনটেন্ট প্রতিরোধের বিষয়ে টুইটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া সভায় কার্যকরী কনটেন্ট অপসারণ, একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান সহ অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

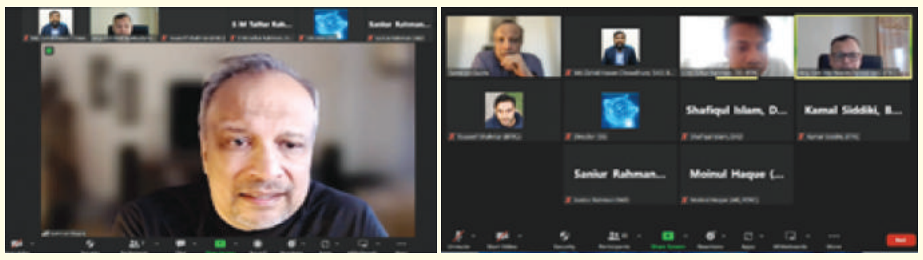

চিত্রঃ বিটিআরসি ও টুইটারের মধ্যে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের ২য় সভা

ফেসবুক ঃ গত ১৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে চেয়ারম্যান মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও মেটা (ফেসবুক) এর দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমে ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে যাতে ফেসবুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা তথ্যের অপপ্রচার করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফেসবুককে প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া আর্থিক জালিয়াতির সাথে জড়িত বিভিন্ন ভুয়া ই-কমার্স সাইটের ফেসবুক পেজ এবং অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা সংক্রান্ত বিটিআরসি'র রিপোর্টকৃত লিংকসমূহ দ্রুততার সাথে ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গুগল: গত ১৫ জুন, ২০২৩ খ্রি: তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম এ কমিশনের মহাপরিচালক (এসএস) মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও গুগল (ইউটিউব) এর দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহাপরিচালক মহোদয় ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে বিদ্যমান আপত্তিকর কনটেন্টসমূহ অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুগলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, সভায় একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

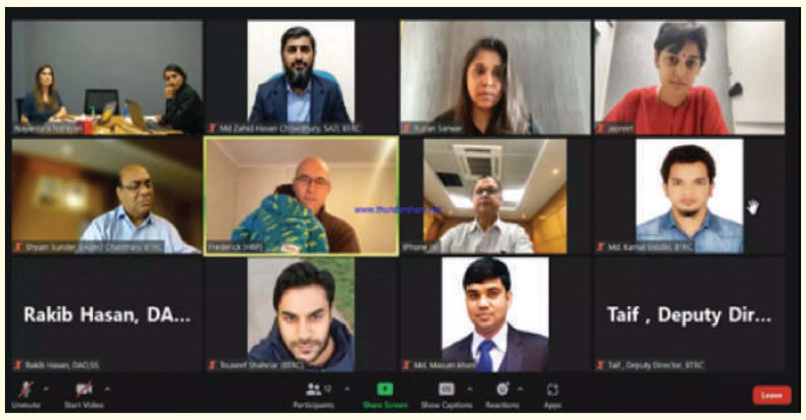

চিত্রঃ বিটিআরসি ও ফেসবুক এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভা

জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থবহ কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণে বিটিআরসিতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অন্যতম উপাদান উল্লেখ করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো: মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তি আসার ২৫ বছর পর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে 'এক দেশ এক রেট' ট্যারিফ চালুর ফলে শহর ও গ্রামে একক মূল্যে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছে গ্রাহক। স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ বলেন, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মত মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে 'এক দেশ এক রেট' চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া সাশ্রয়ী স্মার্ট ডিভাইস নিশ্চিতে বিটিআরসি কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

A4AI এর হেড অব এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্জু মঙ্গল বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য কানেক্টিভিটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্রডব্যান্ড পলিসিতে সকলের জন্য ইন্টারনেট সহজলভ্যতা, সাশ্রয়ী ডিভাইস ও সুলভে ইন্টারনেট সংযোগ প্রাপ্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য কানেক্টিভিটি প্রাপ্তি সহজ হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আলোচনায় উইমেন ইন ডিজিটাল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আছিয়া নীলা বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন হয় প্রযুক্তির মাধ্যমে আর নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি মেলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। দেশের প্রান্তিক মানুষের জন্য ডিজিটাল কানেক্টিভিটির প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ডিভাইস ও ইন্টারনেট সহজলভ্যতা, সহজে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রাপ্তি, ডিজিটাল স্বাক্ষরতা ও দক্ষতা, অবকাঠামো সুবিধা, ভাষা ও কনটেন্ট স্থানীয়করণ, সচেতনতা ও লিঙ্গ বৈষম্য।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নোভা আহমেদ বলেন, করোনাকালীন কানেক্টিভিটি মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ তথা ডিজিটাল লিটারেসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণের দোড়গোড়ায় প্রযুক্তি পৌছানোর পাশাপাশি সাশ্রয়ী স্মার্ট ডিভাইস নিশ্চিত করতে হবে। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা সঞ্চালনা করেন বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগে: জেনা: মো: নাসিম পারভেজ। আলোচনায় বিভিন্ন সেক্টরের অংশীজন তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।

এটুআই এর ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ভাস্কর চ্যাটার্জি বলেন, নারী ও প্রতিবন্ধীসহ দেশের প্রান্তিক মানুষের জন্য আলাদা প্যাকেজ চালুসহ যারা এখনো তথ্যপ্রযুক্তিতে সংযুক্ত নয়, তাদের জন্য কানেক্টিভিটি বৃদ্ধিতে স্মার্টফোন সহজলভ্য করতে হবে। আইএসপিএবি প্রতিনিধি বলেন, গ্রাহকের জন্য অল্প ব্যান্ডউইডথের দীর্ঘ মেয়াদী ইন্টারনেট প্যাকেজ থাকা দরকার, তা না হলে প্রান্তিক ও কম আয়ের মানুষ ইন্টানেটে যুক্ত হতে পারবেনা। ওটিটি প্লাটফর্মের আলাদা নীতিমালা থাকার দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রিয়াদ হাসান বাদশা নামে এক অংশগ্রহণকারী বলেন, ইন্টারনেট মানেই ফেসবুক ও ইউটিউবে সীমাবদ্ধ না থেকে, তা যেন অন্যান্য উৎপাদনমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার হয় সে বিষয়ে সচেতনতা জরুরি। অনলাইন জুয়া বন্ধে ভূমিকা রাখার বিষয়ে মতামত দেন তিনি। গ্রামীণফোনের প্রতিনিধি তাজরিবা খুরশিদ বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কানেক্টিভিটি ও সাশ্রয়ী ডিভাইস নিশ্চিতসহ তরুণ ও নারীদের ডিজিটাল মার্কেটিং ও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইশজেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর প্রতিনিধি জেবা ফারিবা বলেন, মানসম্মত ডিভাইসের সহজলভ্যতা ইন্টারনেট গ্রাহক সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলালিংক থেকে আগত প্রতিনিধি বলেন, প্রতিবন্ধী ও নারীসহ পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর চাহিদাসমূহ তুলে ধরতে পারলে তা মোবাইল অপারেটরসমহূ সে অনুযায়ী তাদের সেবা দিতে পারবে। টেলিটকের পক্ষ থেকে শাকিলা বিশ্বাস বলেন, হাওর-বাওড় এলাকায় টেলিটক তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছে। এছাড়া সুন্দরবনে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ফলে জেলেরা মোবাইল নেটওয়ার্ক সুবিধা পাচ্ছে। নারীদের জন্য টেলিটক আলাদা প্যাকেজ চালু করছে বলেও জানান তিনি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপ-সচিব (টেলিকম) খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট প্যাকেজ চালু করা দরকার, যাতে তারা সহজে ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং পেশায় যুক্ত গ্রাহকদের জন্য আলাদা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে প্যাকেজ চালু করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদান করেন তিনি। বেসিসের পক্ষ থেকে রেজওয়ানা খান বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সচেতনতা খুব জরুরি। এজন্য সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। ই-ক্যাব এর পক্ষ থেকে অর্ণব মোস্তফা বলেন, আগামী ১০ বছরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট দেশের তৃণমূল পর্যায়ে যাতে ছড়িয়ে পড়ে সে লক্ষ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা পৌছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কেউ যাতে বাদ না পড়ে সেজন্য সকলের মতামত নিয়ে একটি অন্তর্ভূক্তিমুলক জাতীয় ব্রডব্যান্ড পলিসি প্রণয়ন করা হচ্ছে। মিনিংফুল কানেক্টিভিটির জন্য সাশ্রয়ী ডিভাইস, সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কানেক্টিভিটি এবং নিরাপদ ইন্টারনেটের বিষয়টি পলিসিতে অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ব্রডব্যান্ড পলিসিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, নারী ও শারীরিকভাবে অক্ষম জনগোষ্ঠীসহ অনানুষ্ঠানিক খাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, বিটিআরসি'র সচিব মো: নূরুল হাফিজসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, শিক্ষাবিদ, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বেসিস, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, আইএসপিএবি এবং টেলিকম সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল অপারেটরসমূহের প্যাকেজ এবং ডাটার মূল্য বিষয়ে গ্রাহকদের সাথে বিটিআরসির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তার উপস্থাপনায় প্যাকেজ সংখ্যা ও ডাটার মূল্যের উপরে অনলাইনে গ্রাহক জরিপের ফলাফল তুলে ধরেন। জরিপে ৫৪৯ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ছাত্র/ছাত্রী ৪৯.৫ ভাগ, চাকরিজীবী ২৯.১ ভাগ, ব্যবসায়ী ৯.৫ ভাগ, অন্যান্য পেশার ৬ ভাগ গ্রাহক ছিল। একটি মোবাইল অপারেটর কর্তৃক সর্বোচ্চ কতগুলো অফার থাকা উচিত? এমন প্রশ্নের উত্তরে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৪.৯ ভাগ ৪০-৪৫টি সর্বোচ্চ প্যাকেজ থাকা উচিত বলে মতামত দিয়েছেন। বাকী ২৩.২ ভাগ অংশগ্রহণকারী ৭১-৮৫ টি প্যাকেজ এবং ১৪ ভাগ ৫১-৬০ টি প্যাকেজের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

ডাটা প্যাকেজের মেয়াদ কতদিন থাকা উচিত? এমন প্রশ্নের উত্তরে ৫২.২ ভাগ প্যাকেজের মেয়াদে ৭ দিন, ৩০ দিন ও আনলিমিটেড হওয়া উচিত বলে মতামত প্রদান করেন এবং ৪৪ ভাগ অংশগ্রহণকারী ৩/৭/১৫/ ৩০ দিন প্যাকেজের মেয়াদ থাকা উচিত বলে জানিয়েছেন।

ডাটা ক্যারি ফরওয়ার্ড (অব্যবহৃত ডাটা পরবর্তী প্যাকেজে যুক্ত হওয়া) কি রকম হওয়া উচিত? এমন প্রশ্নের উত্তরে ৮৭.৮ ভাগ মেয়াদকালের মধ্যে যেকোনো প্যাকেজ গ্রহণ করলেই নতুন প্যাকেজে অব্যবহৃত ডাটা যুক্ত হওয়া উচিত বলে মতামত প্রদান করেন।

ডাটা মূল্যমান কি রকম হওয়া উচিত? এর উত্তরে ৫২.৮ ভাগ অংশগ্রহণকারী প্রতি জিবির মূল্য যে কোনো মেয়াদের জন্য একই রকম থাকা উচিত বলে মতামত প্রদান করেন। ২৭.২ ভাগ অংশগ্রহণকারী জানান প্রতি জিবি ডাটার মূল্য বিভিন্ন মেয়াদের জন্য ভিন্ন রকম থাকা উচিত এবং ১৯.৬ ভাগ স্বল্প মেয়াদের ডাটার দাম অধিক মেয়াদের ডাটার দাম অপেক্ষা কম থাকা উচিত বলে জানান।

প্রতি জিবির ডাটা সর্বোচ্চ মূল্য ও সর্বনিম্ন মূল্য কত থাকা উচিত? এমন প্রশ্নের জবাবে ৪৬ ভাগ অংশগ্রহণকারীরা জানান, প্রতি জিবির জন্য সবসময় একটি ফ্লোর (সর্বনিম্ন মূল্য) থাকা উচিত।

২০.৭ ভাগ মনে করেন ভিন্ন মেয়াদের ডাটার জন্য পৃথক সিলিং (সর্বোচ্চ মূল্য) ও ফ্লোর (সর্বনিম্ন মূল্য) থাকা উচিত। ১৭.১ ভাগ জানান প্রতি জিবির জন্য এতটি ফ্লোর (সর্বনিম্ন মূল্য) ও একটি সিলিং (সর্বোচ্চ মূল্য) থাকা উচিত।

২০১৪ সাল থেকে টেলিটক সিম ব্যবহার করছেন জানিয়ে আতিক হাসান নামে একজন গ্রাহক টেলিটকের আনলিমিটেড প্যাকেজের মূল্য কমানো ও দেশব্যাপী এর নেটওয়ার্ক সুবিধা বাড়ানোর আহবান জানান। জবাবে টেলিটকের পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধি জানান, অন্যান্য অপারেটরদের চেয়ে টেলিটকের ডাটা সাশ্রয়ে পাওয়া যাচ্ছে এবং আগামীতেও এটা চলমান থাকবে। টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, আগামী বছরে প্রথম প্রান্তিকে টেলিটকের সেবার মান আরো বৃদ্ধি পাবে।

মাইনুল ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ী নেটওয়ার্ক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন জানিয়ে নেটওয়ার্ক সেবা আরো উন্নত করতে অপারেটরদের প্রতি আহবান জানান।

মর্তুজা নামে একজন ফ্রিল্যান্সার বলেন, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পর টেলিটকের নেটওয়ার্ক কভারেজ থাকে না। গ্রামীণফোন থেকে গ্রাহককে প্রচুর মেসেজ প্রদান করা হয় জানিয়ে তিনি আরো বলেন, অতিরিক্ত মেসেজ গ্রাহকের জন্য বিরক্তিকর হয়ে যাচ্ছে। অপর এক গ্রাহক ডাটার মেয়াদ সর্বোচ্চ ৭ দিন এবং ১টি ভোটার আইডির বিপরীতে ১৫টি সিম নিবন্ধনের সুযোগ কমিয়ে আনার পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

টেলিকম বিশেষজ্ঞ আবু সাঈদ খান বলেন, গ্রাহকদের জন্য মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিতে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সাপাই লাইনে (সরবরাহ লাইন) যেসব অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো সমাধান করতে হবে যাতে গ্রাহক কোনোভাবে প্রতারিত না হয়।

অ্যামটবের মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অব:) বলেন, প্রত্যেক গ্রাহকের ডাটা প্যাকেজের চাহিদা আলাদা। তরুন প্রজন্ম বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ চায় জানিয়ে তিনি বলেন, সাধারণ গ্রাহকের জন্য অপারেটর কর্তৃক ৫০টি নিয়মিত প্যাকেজ চালু করেছে যা গ্রাহক চাহিদা বিবেচনায় বেশি বলে প্রতীয়মান নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মইনুল জাবের বলেন, প্রতিযোগিতামুলক বাজারে ডাটা মূল্য নির্ধারণে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় না। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নজর দেয়ার পাশাপাশি মানসম্পন্ন ডাটা সেবার নিশ্চয়তা দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মতবিনিময় সভা আয়োজন করায় বিটিআরসিকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিটকের এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং, সেলস এন্ড ডিসট্রিবিউশন) জনাব সাইফুর রহমান খান বলেন, গ্রাহকের মতামত ওপর গুরুত্ব দিয়ে টেলিটক ডাটা প্যাকেজের পরবর্তী মূল্য ও সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

বাংলালিংকের চিফ কর্পোরেট এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান বলেন, বছর খানেক আগে ডাটা মুল্য নিয়ে বেশি আলোচনা হলেও বর্তমানে সেবার মান নিয়ে গ্রাহকরা প্রশ্ন তুলছেন বেশি। বিভিন্ন পর্যায়ে অপারেটরদের প্রচুর পরিচালন ব্যয় হওয়ায় ডাটার দাম চাইলেই কমানো সম্ভব হয়না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রবির চিফ কর্পোরেট এন্ড রেগুলেটরি অফিসার মোহাম্মদ সাহেদুল আলম বলেন, গ্রাহক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপারেটরদের প্যাকেজ নির্ধারণ করতে হয় বলেই ডাটা প্যাকেজ সংখ্যা বেশি মনে হয়। কর কমানো হলে ডাটার দাম কমানো সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি।

গ্রামীণফোনের সিনিয়র ডিরেক্টর (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স) হুসেইন সাদাত বলেন, অপারেটর ও গ্রাহকদের মতামত নিয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিটিআরসির পক্ষে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (টেলিকম) মো: মাহবুব-উল-আলম বলেন, বিটিআরসি'র দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষ ভূমিকায় থেকে অপারেটর ও গ্রাহক উভয়ের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে 'এক দেশ এক রেট' যেভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে তেমনিভাবে মোবাইল ইন্টারনেট সেবায় 'এক দেশ এক রেট' চালু করা দরকার। গ্রাহক সচেতন হলে মূল্য নির্ধারণ প্রয়োজন হবে না জানিয়ে তিনি বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ প্রযুক্তি সম্পর্কে এখনো তেমন সচেতন নয়, তাই তাদের স্বার্থ বিবেচনায় ডাটার মূল্য ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, গ্রাহকের মতামত পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করে আমরা একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘরে ঘরে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশে ১৮ কোটির অধিক মোবাইল সংযোগ রয়েছে তাই সকল গ্রাহক যাতে উপৃকত হয় সে লক্ষ্যেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ বলেন, মোবাইল অপারেটরগণ ভয়েস কল, এসএমএস ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে থাকে। অপারেটরদের ব্যয় এবং প্যাকেজ সংখ্যা সর্ম্পকে বিটিআরসি

ইতোমধ্যে যাচাই বাছাই করছে। সকলের মতামত নিয়ে একটি ফলপ্রসু ও গ্রাহক বান্ধব সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছে বিটিআরসি। অপারেটর ও গ্রাহক উভয়ের মতামত নিয়ে মোবাইল ইন্টারনেটের নিম্নসীমা ও প্যাকেজ সংখ্যার বিষয়ে শিগগিরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে বলেও জানান তিনি।

নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ক কর্মশালা

বিটিআরসি এবং সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ২২/০৫/২০২৩ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সভা কক্ষে নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় শিশু ও অভিভাবকদের মাঝে ইন্টারনেটের ব্যবহার ও ইন্টারনেটের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন সেই সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া উক্ত কর্মশালায় বিটিআরসি'র সকল বিভাগ/উইং/ডিরেক্টরেট এর কর্মকর্তা এবং মোবাইল অপারেটর, আইএসপি অপারেটর, এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (AMTOB) ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ISPAB) হতে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্রঃ বিটিআরসি ও সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস বিভাগ

বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ এর ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট কার্যক্রম পরিচালনা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ মোতাবেক বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ অপারেটরের Information System Audit সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত Information System Audit সম্পাদনের নিমিত্ত বিটিআরসি কর্তৃক অডিটটি পরিচালনার জন্য যৌথভাবে অডিট ফার্ম হিসেবে Masih Muhith Haque & Co. ও ANB Solutions Pvt. Limited -কে নিয়োগ করা হয়। উক্ত ফার্ম দুটি বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ-এর ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে অডিট রিপোর্টটি ৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ-এ বিটিআরসি বরাবর দাখিল করেছে।

মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশনে কাল্পনিক ভীতির বিষয়ে সচেতনতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাল্পনিক এই ভীতির কারণে মানুষ মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বাধা প্রদান করছে। সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে ভবনে স্থাপিত টাওয়ার সরিয়ে নিতে হচ্ছে। মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশন বিষয়ক বিভিন্ন কারিগরি দিক এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড আলোচনাপূর্বক সেমিনারে জানানো হয় যে, এ বিষয়ে সকল আন্তর্জাতিক ও দেশীয় মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে। সুতরাং বাংলাদেশে এ বিষয়ে অমূলক ভীতির কোন ভিত্তি নেই। এছাড়াও সেমিনারে জানানো হয় যে, বিটিআরসি সারাদেশব্যাপি ইএমএফ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ধরণের সচেতনতামূলক সেমিনার সারাদেশব্যাপি করা প্রয়োজন মর্মে সেমিনারে সকলে মতামত ব্যক্ত করে।

ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবেলায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ

গত মে, ২০২৩-তে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় মোখা আঘাত হানে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ আশেপাশের এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ সংশ্লিষ্ট টেলিকম অপারেটরদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা অটুট রেখে পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাকআপ (ব্যাটারি, ডিজেল জেনারেটর, পোর্টেবল জেনারেটর ইত্যাদি)-এর ব্যবস্থা গ্রহণ সহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিটিআরসি হতে গত ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ-এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকাসমূহের টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা সহ নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট টেলিকম অপারেটরদের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিটিআরসির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি Emergency Response Team গঠন, কন্ট্রোল রুম স্থাপন, হটলাইন নাম্বার চালু ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় কমার্শিয়াল পাওয়ারের অনুপস্থিতিতে অনেক টেলিকম সাইট অচল হয়ে পড়ে। তবে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পাওয়ার ব্যাকআপ নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যাটারি, ডিজেল জেনারেটর, পোর্টেবল জেনারেটর ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বিধায় অতি দ্রুত সেসকল সাইট সচল করা হয়। এছাড়াও মোবাইল অপারেটরগণ বিশেষ প্যাকেজ প্রদান ও জরুরি যোগাযোগের জন্য হটলাইন নম্বর চালু করে।

আইআইজি অপারেটরদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ মে ২০২৩ তারিখে সকল আইআইজি অপারেটরদের সাথে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইএন্ডও বিভাগ কর্তৃক সকল আইআইজি অপারেটরদের বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয় সকল আইআইজি অপারেটরদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

চিত্র: আইআইজি অপারেটরদের সাথে মতবিনিময় সভা

সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণে মোবাইল নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সকল মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কর্তৃক যৌথভাবে IBS স্থাপন ও DAS শেয়ারিং সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিটিআরসির তত্ত্বাবধানে, এমটবের ব্যবস্থাপনায় মোবাইল অপারেটরদের দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে সমন্বয় একাধিক সমন্বয় সভার আয়োজন হয়। সকল অংশীজনের সার্বিক প্রচেষ্টায় সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে যৌথভাবে IBS স্থাপন ও DAS শেয়ারিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় মানসম্মত মোবাইল নেটওয়ার্ক বিরাজমান রয়েছে।

চিত্র: সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ সভা

স্পেক্ট্রাম বিভাগ

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) অনুকূলে ইউএইচএফ ব্যান্ডে বরাদ্দকৃত তরঙ্গের ইন্টারফেয়ারেন্স নিরসনের লক্ষ্যে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

ছবি: এনটিএমসিতে সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এর অনুকূলে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত ইউএইচএফ ব্যান্ড (৪১০.৪২৫ মেঃ হাঃ ও ৪২০.৪২৫ মেঃ হাঃ) তরঙ্গে প্রতিবন্ধতা নিরসনের নিমিত্তে কমিশন স্পেক্ট্রাম বিভাগ কর্তৃক গত ২৪-০১-২৩ ও ৩১/০১/২৩ এবং ০৫-০২-২৩ইং তারিখ তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা কর হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে এনটিএমসি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪১০.৪২৫ মেঃ হাঃ ও ৪২০.৪২৫ মেঃ হাঃ তরঙ্গ ব্যান্ডে অপ্রত্যাশিত নয়েজের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত তরঙ্গ প্রতিবন্ধতা নিরসনে এনটিএমসি কর্তৃক ব্যবহৃত ইউএইচএফ রিপিটার ও ওয়াকি-টকি'র চ্যানেল ও ফ্রিকুয়েন্সি নতুন করে টিউনিং করা হয়। পরবর্তীতে বর্ণিত তরঙ্গে আর কোনও অনাকাক্ষিত/অপ্রত্যাশিত নয়েজের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি।

ছবি: এনটিএমসিতে সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বরিশাল র‍্যাডার ইউনিটে সৃষ্ট ইন্টারফেয়ারেন্স নিরসনের লক্ষ্যে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বরিশাল র‍্যাডার ইউনিট এ আকাশ প্রতিরক্ষার সার্বিক কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত লং রেঞ্জের আকাশ প্রতিরক্ষা র‍্যাডারের মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির (১২৫০-১৪০০ মেঃ হাঃ) ইন্টারফেয়্যারেন্সের উৎস সনাক্তকরণ ও দূরীকরণের জন্য উক্ত এলাকায় ১১/০১/২০২৩ইং হতে ১৩/০১/২০২৩ইং পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (বরিশাল র‍্যাডার ইউনিট) কর্তৃক স্থাপিত আকাশ প্রতিরক্ষা র‍্যাডার চালু ও বন্ধ অবস্থায় TCI মনিটরিং সিস্টেম ও Narda IDA-2 হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং ডিভাইস দ্বারা তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালীন কোনও অপ্রত্যাশিত তরঙ্গের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে বিটিআরসির তরঙ্গ পরীবিক্ষণ দল ও র‍্যাডারটির প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইতালির Leonardo কোম্পানীর বিশেষজ্ঞ দলের মতামত অনুযায়ী র‍্যাডারটি পুনরায় টিউনিং করা হয়েছে। তৎপরবর্তী, বর্ণিত র‍্যাডারটিতে ব্যবহৃত তরঙ্গে কোন অপ্রত্যাশিত তরঙ্গের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি।

চিত্রঃ বিমান বাহিনীর র‍্যাডার ইউনিটে সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

লিগ্যাল শাখা

চিত্রঃ যুক্তরাষ্ট্রের ল'ফার্ম Foley Hoag LLP এর প্রতনিধির সাথে ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদশে লিঃ এর শেয়ার হোল্ডার নাঈম এ. চৌধুরী কর্তৃক দায়রেকৃত মামলার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার স্থির চিত্র।

কমিশনের লিগ্যাল শাখা কর্তৃক আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাসহ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরচিালনা এবং কমশিনের নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত যাচিত আইনগত মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে। তৎপ্রেক্ষিতে, গত তিন মাসের (এপ্রিল-জুন), ২০২৩ কমশিনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্স বিভাগের লিগ্যাল শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকাশযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও অর্জনের সারসংক্ষেপঃ

১। বিটিআরসির দায়রেকৃত তদন্তাধীন মামলার মধ্যে বিগত তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) কমিশনের তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে ০৩ (তিন) টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়ছে।

২। কমিশনের লিগ্যাল শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষতঃ অর্থ আদায় সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ, লিখিত জবাব দাখিল এবং অন্যান্য মামলা দ্রুত নিস্পত্তির র্কাযক্রম চলমান রয়েছে।

৩। কমিশনের লিগ্যাল শাখার ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) এ ADR বিষয়ক প্রশক্ষিণে অংশগ্রহণ করছেন।

৪। গত ০৬/০৬/২০২৩ তারিখ VAT সংক্রান্ত মামলার রায়ের সার্টিফাইট কপি পাওয়া যায়। উক্ত রায় অনুযায়ী মোবাইল অপারটের গ্রামীনফোন এর নিকট হতে VAT সংক্রান্ত বকেয়া পাওনা আংশিক আদায় করা সম্ভব হয়ছে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের ল,র্ফাম Foley Hoag LLP এর প্রতনিধির সাথে ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদশে লিঃ এর শেয়ার হোল্ডার নাঈম এ. চৌধুরী র্কতৃক দায়েরকৃত মামলার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। উল্লখ্যে, গত ১৮মে ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞ জেলা আদালত মামলাটি চূড়ান্তভাবে খারিজ করার নির্দেশ প্রদান করছেন। এর ফলে সরকার ২.৩৯ বিলিয়ন ডলার দায় হতে চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি পেয়েছে।

লাইসেন্সিং শাখা

লাইসেন্স সংখ্যা

অত্র কমিশন ২৭ টি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে লাইসেন্স প্রদান করে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কমিশন হতে ৩৪১৪ টি লাইসেন্স বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় আইএসপি, বিভাগীয় আইএসপি, জেলা আইএসপি এবং থানা/উপজেলা আইএসপি লাইসেন্সসহ অন্যান্য লাইসেন্সসমূহের নবায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে।

অন্যান্য কার্যক্রমের সচিত্র বিবরণ

বেসরকারী খাতে IPTSP (Internet Protocol Telephony Service Provider) নতুন লাইসেন্স প্রদান

সরকারের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ১৫ বছর মেয়াদান্তে বেসরকারী খাতে ২টি নতুন IPTSP লাইসেন্স যথাক্রমে আমরা কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং আলো কমিউনিকেশন লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুর কার্যক্রম অত্র ত্রৈমাসিকে সম্পন্ন করা হয়েছে।

চিত্র: মহাপরিচালক (এলএল) এবং পরিচালক (লাইসেন্সিং) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে আমরা কমিউনিকেশন লিমিটেড এর প্রতিনিধির নিকট IPTSP এর নতুন লাইসেন্স প্রদান করা

বিটিআরসি'র পূর্বতন অফিস ভবনে সর্বশেষ সমন্বয় সভা

বিটিআরসি'র পূর্বতন অফিসে মহাপরিচালক (এলএল) মহোদয় সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিটিআরসি'র নতুন ভবনে স্থানান্তরের বিষয়ে সমন্বয় সভা করেন। উক্ত সমন্বয় সভায় অফিসের বিভিন্ন মালামালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফাইল স্থানান্তরের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে এলএল বিভাগ প্রশাসন বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল মালামালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফাইল বিটিআরসি'র নতুন অফিস ভবন আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-তে স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: সমন্বয় সভা শেষে মহাপরিচালক (এলএল) সহ গ্রুপ ছবির একাংশ।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ দ্বারা সৃষ্ট বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি সরকারের পক্ষে সর্বোচ্চ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আহরণ করে আসছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪৩০.০০ কোটি এবং প্রকৃত রাজস্ব অর্জিত হয়েছে ৪০৮৫ কোটি, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১১৯.১০% বেশি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, আরো উল্লেখ্য যে, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের রাজস্ব, মূলধনী এবং স্যাটেলাইট ব্যয় পরবর্তী অবশিষ্ট অর্থ সর্বমোট ৩৩৪৮.০৯ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত পরিদর্শনের বিবরণ

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	পরিদর্শনের সংখ্যা
টিভ্যাস (TVAS)	০৪ টি
মোবাইল অপারেটর	০৫ টি
আইএসপি (ISP)	১০ টি
আইআইজি (IIG)	০৮ টি

জরিমানার বিবরণঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনস ও লাইসেন্সের শর্ত এবং কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পূর্বের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় গত ০১/০৪/২০২৩ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ২২,০০,০০০/-(বাইশ লক্ষ) টাকা, IIG লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৪৯,০০,০০০/-(উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং ০১টি A2P প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

বিটিআরসি'র অনুমোদনহীন, নকল ও সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/ওয়াকি-টকি/জ্যামার/বুস্টার/রিপিটার/ডিটিএইচ সরবরাহ/বিক্রয়/অবৈধ ভিওআইপি প্রতিহত করার লক্ষ্যে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের বিবরণ

পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	জব্দকৃত মালামাল	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
০৮টি	২৪৪ টি অবৈধ মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং ১৬ টি অবৈধ সিমবেইজ টেলিফোন সেট, ০২ টি রাউটার এবং ০৪ টি OLT, ০১টি নেটওয়ার্ক বুস্টার/রিপিটার ও ০২টি Antenna জব্দ করা হয়েছে। ৮৭ টি সেট টপ বক্স, ৪২টি এলএনবি এবং TATA Sky Antena ০৩টি	০৫টি	১৮ জন

গুলশান ও মিরপুরে অভিযান পরিচালনা

গত ০৮ জুন ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বিটিআরসি'র ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট এর একটি পরিদর্শক দল, RAB-3 এর সহায়তায় ঢাকা মহানগরীর গুলশান থানাধীন নাভানা টাওয়ারে ফিউশন নেট লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে বিটিআরসি'র লাইসেন্স/অনাপত্তি পত্র ও প্রয়োজনীয় কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ব্যতীত Bulk-SMS প্রেরণসহ আন্তর্জাতিক Incoming SMS আদানপ্রদানের কাজে ব্যবহৃত BL-888-8 MODEM POOL নামক ডিভাইস অবৈধভাবে মজুদ, সরবরাহ ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করার বিষয়টি উদ্ঘটিত হয়। অভিযানে সংশ্লিষ্ট ডিভাইসসমূহ জব্দ করা হয় এবং উক্ত অপরাধের সাথে জড়িত একজনকে গ্রেফতারপূর্বক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৫৫(৭)/৫৭(৩) ধারায় গুলশান থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

গত ২২ জুন ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বিটিআরসি'র ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট এর একটি পরিদর্শক দল, মিরপুর মডেল থানা পুলিশের সহায়তায় ঢাকা মহানগরীর পশ্চিম শেওড়াপাড়াস্থ সাদী প্যালেসে খন্দকার নেটওয়ার্ক নামক প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে বিটিআরসি'র লাইসেন্স/অনাপত্তি পত্র ও প্রয়োজনীয় কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ব্যতীত অবৈধভাবে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ অবৈধ ইন্টারনেট সেবা (আইএসপি) প্রদান করার বিষয়টি উদ্ঘটিত হয়। অভিযানে অবৈধ আইএসপি সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট ডিভাইসসমূহ জব্দ করা হয় এবং উক্ত অপরাধের সাথে জড়িত একজনকে আসামী করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩৫(২)/৫৭(৩) ধারায় মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (প্রশাসনিক জরিমানা) প্রবিধানমালা, ২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ ও উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত বিধিবিধানে বর্ণিত লঙ্ঘনের অতিরিক্ত হিসাবে লঙ্ঘন/অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণসহ প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ, আরোপ ও আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত আইনের ধারা ৬৫(১) এ প্রবিধানমালা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনের উক্ত বিধান মোতাবেক প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট এর পরিচালক জনাব এম. এ. তালেব হোসেন-কে আহবায়ক এবং সিনিয়র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আমান উল্লাহ-কে সদস্য-সচিব করে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করতঃ কমিশনের নীতিগত

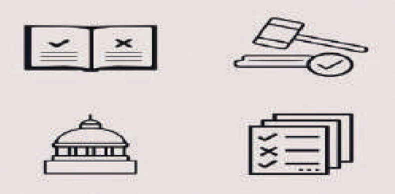

অনুমোদনের জন্য গত ১১ মে, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২৭৪তম সভায় উপস্থাপন করা হলে কমিশন নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে। কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, স্বাক্ষরিত এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া প্রবিধানমালা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৯৯ ধারার বিধানানুযায়ী গেজেটে প্রকাশের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিয়মিত অভিযানের সচিত্র বিবরণ

কাসসাফ শপিং সেন্টার, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জে নকল ও অবৈধ মোবাইল হ্যান্ডসেটের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের চিত্র।

রংপুর বিভাগে অবৈধ DTH স্থাপনায় পরিচালিত অভিযানের চিত্র

টুকরো খবর

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা ঝালকাঠির টেলিযোগাযোগ সেবা, অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এবং সাইবার সুরক্ষার নানাবিধ দিক নিয়ে ২৪ মে ২০২৩ বুধবার সকালে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

দক্ষিণাঞ্চলের নদীবেষ্টিত জেলা বরিশালের টেলিযোগাযোগ সেবা, অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এবং সাইবার সুরক্ষার নানাবিধ দিক নিয়ে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর মাননীয় চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস- ২০২৩ উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার মহোদয়ের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে এবং উক্ত বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার মহোদয় স্বাগত বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন।

বিটিআরসি'র সহায়তায় সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ তথা সিসিমপুর আয়োজিত শিশুদের নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত সংক্রান্ত কর্মশালা শেষে ফটোশেসনে উপস্থিত কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ। এ সময় কমিশনের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন লিমিটেড এর কাছ থেকে জরিমানার চেক গ্রহণ করছেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণ। এসময় গ্রামীণফোনের উধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিটিআরসি'র মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণ। এসময় কমিশনের উধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গর্ভনেন্স ফোরাম (BIGF) এর প্রতিনিধিবৃন্দ গত ২৫ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে বেসরকারি টেলিভিশন "মাছরাঙ্গা টিভিতে"-তে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনায় : জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ, সচিব, বিটিআরসি
সহ-সম্পাদনা : জনাব মোঃ জাকির হোসেন খাঁন, উপ-পরিচালক, বিটিআরসি
আলোকচিত্র ও ডিজাইন : জনাব এমরান হোসেন গাজী, আলোকচিত্রী, বিটিআরসি
প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা : জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।
উপদেষ্টামন্ডলী : প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি।
জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, কমিশনার, বিটিআরসি।
প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ, কমিশনার, বিটিআরসি।
ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী, কমিশনার, বিটিআরসি।